পুলিশের ১৪৭ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাল সরকার



ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে বিতর্কিত ভূমিকা এবং বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ও ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার ১৪৭ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। একই সময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের ৬২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩১ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় সংসদ ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পঞ্চম বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের দেওয়া অগ্রগতি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দীন আহমদসহ কমিটির সদস্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত বা পলাতক থাকার অভিযোগে এএসপি ও তার ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার ৫৭ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় ২৮ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এবং একজনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট ফৌজদারি মামলা, আদালতে দায়ের করা অভিযোগ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তার ২৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ডিআইজি পদমর্যাদার দুজনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২-এর ২০২৫ সালের চারটি মামলার রায়ের ভিত্তিতে এএসপি ও ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দণ্ডিত পাঁচজনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বাকি আটজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, গণ-অভ্যুত্থানকালে বিভিন্ন ঘটনার জেরে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার পাঁচ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হয়েছে। আরও ৩০ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া অভ্যুত্থানের পর এই পদমর্যাদার ৭৩ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠানো হয়েছে।

বিতর্কিত কর্মকর্তাদের পদায়ন নিয়ে প্রশ্ন

এর আগে গত ১৩ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে গণ-অভ্যুত্থানে বিতর্কিত ভূমিকার অভিযোগ থাকা পুলিশ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ থানায় পুনরায় পদায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন সংসদ সদস্য।

কমিটির সদস্য শিরীন সুলতানা জানতে চান, গণ-অভ্যুত্থানে বিতর্কিত ভূমিকা রাখা বা শাস্তি পাওয়া কর্মকর্তারা কীভাবে নরসিংদী ও ঢাকার আশপাশের থানায় আবার দায়িত্ব পাচ্ছেন। এ বিষয়ে তদন্ত করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

কমিটির আরেক সদস্য মনোয়ার হোসেন বলেন, গুম কমিশনের প্রতিবেদনে নাম থাকা এবং বিভাগীয় শাস্তি পাওয়া অনেক কর্মকর্তা এখনো বিভিন্ন পদে বহাল রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।